61

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 5 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ .....

কে এই মওলানা কুদ্দুস– কওমি মাদ্রাসার নামে বিদেশ থেকে এসেছে লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে সশস্ত্র ট্রেনিংয়ে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

কে এই মাওলানা আবদুল কুদ্দুস? যাঁর রয়েছে অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা। যিনি জড়িত রয়েছেন বহুদেশীয় কানেকশনে। উগ্রপন্থী মৌলবাদী হরকত উল জিহাদের সাথে যাঁর রয়েছে গাঁটছড়া সম্পর্ক। যিনি কওমি মাদ্রাসার নামে কয়েকটি মুসলিম দেশ এবং এনজিও থেকে আদায় করেছেন অঢেল টাকা। আর সেই কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে দিয়েছেন তালেবানী স্টাইলের বিপ্লবে বিশ্বাসী মৌলবাদী হরকত উল জিহাদের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে। সেই মাওলানা আবদুল কুদ্দুস এখন কোথায়?

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে, ওই মাওলানা মূলত আরাকানী রোহিঙ্গা। মিয়ানমার সরকারের নির্যাতনের অজুহাত নিয়ে পাড়ি জমিয়েছিলেন পাকিস্তানে। সেখানে পড়া-লেখার সময়ই জড়িত হয়ে পড়েন উগ্রপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং একটি গোয়েন্দা সংস্থার সাথে। বিয়েশাদীও করেন পাকিস্তানে। পাকিস্তান থেকে উগ্রপন্থী মৌলবাদী সংগঠনের আরও কর্মীর সাথে মাওলানা কুদ্দুস চলে যান আফগানিস্তানে। সেখানে কমান্ডো ট্রেনিং এবং তালেবান মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পুনরায় পাকিস্তানে ফিরেন তিনি। ইতোমধ্যে তার সাংগঠনিক তৎপরতার পারদর্শিতা দেখে একটি গোয়েন্দা সংস্থার দৃষ্টি পড়ে মাওলানা কুদ্দুসর ওপর। তারা তাঁকে কাজে লাগাতে শুরু করে।

মিয়ানমারের আরাকানী রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যখন বাংলাদেশে আসা শুরু করে সেই মোক্ষম সময়েই মাওলানা কুদ্দুস পাকিস্তান থেকে পাড়ি জমায় এখানে। কক্সবাজার এবং মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থান নেন তিনি। নিজেকে প্রচার করেন হরকত উল জিহাদের আমির হিসাবে। কখনও বলেন, আরাকান শাখার আমির আবার কখনও বলেন বাংলাদেশ শাখার ভারপ্রাপ্ত আমির। অস্ত্র টাকা এবং সাংগঠনিক মোহে স্থানীয় মৌলবাদীরা মৌ মৌ করতে শুরু করে তাঁর চারদিকে।

মাওলানা কুদ্দুস রাতারাতি হয়ে পড়েন অসাধারণ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। কক্সবাজারের দক্ষিণাঞ্চলীয় জনপদে গড়ে তোলা হয় মাদ্রাসা। একটিতে তিনি আস্তানা গেড়ে বসেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে উখিয়া থানা সদরের পূর্বে নাইক্ষ্যংছড়ির গর্জনবনিয়া-তুলাতুলির গহীন অরণ্যের গুহায় স্থাপন করা হয় হরকতের ট্রেনিং ঘাঁটি। সেই ঘাঁটিতে কমান্ডো ট্রেনিং দেয়ার জন্য আনা হয় পাকিস্তানের বেলুচী যুবক সেলিম শেরকুকে। সেলিম শেরকু আফগানিস্তানে কমান্ডো ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ কমান্ডার হিসাবে সুপরিচিত। সেই সাথে আনা হয় পাকিস্তানী পাঞ্জাবী কমান্ডোদের। কক্সবাজারের একটি মাদ্রাসায় সেই কমান্ডো সেলিম শেরকু পুরো এক বছর কাটিয়েছে শিক্ষক হিসাবেই। পাহাড়ের অস্ত্র ট্রেনিং ঘাঁটিতে ছিল কমান্ডার হিসাবে। এক বছর আগেও ছিল এই কমান্ডোদের আনাগোনা। মাওলানা কুদ্দুসই তাঁদের গডফাদার হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় শিক্ষক মাওলানা আরও জানিয়েছেন, আসলে সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং সুদান থেকে কওমি মাদ্রাসা স্থাপনের নামেই আনা হয়েছে অঢেল টাকা। এমনকি রোহিঙ্গা শিবিরে মানবতার নামে আসা দু'টি এনজিও থেকেও দেয়া হয় লাখ লাখ টাকা। অথচ সেই টাকা ব্যয় করা হয়েছে বেশির ভাগই সশস্ত্র ট্রেনিং ঘাঁটিতে।

ফলে, কোন কোন স্থানীয় দেশপ্রেমিক মাওলানাদের সাথে হরকত ওয়ালাদের মনোমালিন্যেরও সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে হরকতওয়ালারা কিছু কিছু মাদ্রাসা থেকে তাদের সাহায্য প্রত্যাহারও করে নেয়। এসবের নেপথ্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন সেই মাওলানা কুদ্দুস। তাঁর সাথে কক্সবাজারের চকরিয়া থানার উপকূলীয় জনপদের এক আফগান ফেরত যুবকের ঘনিষ্ঠতা থাকার কথা জানা গেছে। যাকে পাওয়া গেলে হয়ত অনেক তথ্য প্রকাশ পাবে। আর সেই তথ্যের ভিত্তিতে মাওলানা কুদ্দুসকে পাওয়া গেলে একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার অনেক অজানা তৎপরতার কথাও ফাঁস হয়ে যেতে পারে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, উক্ত মাওলানা কুদ্দুসের অনেক আত্মীয়স্বজনও রয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। যাদের শনাক্ত করা গেলে হয়তোবা মাওলানা কুদ্দুস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সহজ হবে।